গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা

স্মারক নং ৬(১৫) এনবিআর/শুল্ক-৪/৯২/ তারিখ-১০-০৭-৯৭ ইং

অফিস স্মারক

বিষয় ঃ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের অধীনে আমদানীকৃত মালামাল দ্বারা তৈরী পোষাক রপ্তানী করতে ব্যর্থ হওয়া প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচেছ যে, ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের অধীনে ১০০% রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানীকৃত কাঁচামাল দিয়ে তৈরী পোশাক ঋণপত্রের শর্তানুযায়ী যথাসময়ে রপ্তানী না হলে সংশ্লিষ্ট সিডিউল ব্যাংক ঐ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অথবা সংশ্লিষ্ট কমিশনারদেরকে অবহিত করে থাকে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হলে বোর্ড তা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিশনারের কাছে পাঠিয়ে থাকে। ব্যাঙ্কের কাছ থেকে সরাসরি অথবা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে প্রাপ্ত উল্লিখিত পত্রের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কমিশনারগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না বলে বোর্ডের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। এর ফলে ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রেরিত এ মূল্যবান তথ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে unactioned বা unattended অবস্থায় পড়ে থাকে। অথচ প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে শুল্ক কর্তৃপক্ষ শুল্ক/কর আদায়ের লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

০২। এমতাবস্থায় কোন ঋণপত্রের আওতায় পোষাক রপ্তানীতে ব্যর্থ হওয়ার তথ্য ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট কমিশনার আমদানিকৃত মালামালের উপর প্রযোজ্য শুল্ক-করাদি আদায়ের লক্ষ্যে দাবীনামা জারীর উদ্দেশ্যে কারণ দর্শাও নোটিশ জারী করবেন এবং জবাব সন্তোষজনক না হলে দাবীনামা জারীর ব্যবস্থা নেবেন। বন্ডিং মেয়াদ উত্তীর্ণ না হয়ে থাকলে জারীকৃত দাবীনামা প্রকৃত অর্থে সাময়িক ধরণের (nature) হবে এবং পরবর্তীতে বন্ডিং মেয়াদের মধ্যে তৈরী পোষাক রপ্তানী করা হলে তা প্রত্যাহার করে নিতে হবে। অন্যথায় বন্ডিং মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার সাথে সাথে দাবীকৃত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা নিতে হবে।

০৩। ব্যাঙ্ক কর্তৃক সরবরাহকৃত উপরোক্ত তথ্য শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান বিধায় অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সকল কমিশনারকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাচেছ।

(শাহ্নাজ পারভীন)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক-রপ্তানী ও বন্ড)
ফোনঃ ৪০৬০৫৮